দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১......

SEP. 24 2002

শুক্রবার গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের সাধারণ সভায় অন্যদের সঙ্গে নবনির্বাচিত সদস্যরা।

গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারে ৬ লাখ পাঠক

বাংলাদেশের মানুষ বই পড়ে না— এ ধারণাকে অসার প্রমাণ করে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার বছরে সারাদেশে ৬ লাখ পাঠক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ২৬টি গ্রামীণকেন্দ্রসহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পাঠকরা বই, ছাড়াও ক্লিপিং, অডিও-ভিজ্যুয়াল, তথ্য বিনিময় সুবিধা পেয়ে থাকেন। শুক্রবার গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার মিলনায়তনে গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত রিপোর্টে এ তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের চেয়ারপারসন মহিউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক শাহনাজ মুনির। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার দেশের সাধারণ পাঠক তথা সাংবাদিক, গবেষক ও উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান, জ্ঞান ভাণ্ডার উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

গত বছর গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : Bangladesh Towards 21st Century. Bangladesh in the New Millennium, People's Practices : Exploring Contestation Counter-development and rural livelihoods. Bottom up : NGO Sector in Bangladesh. Voice Through ballot : Election and Peoples Perception.

ধানমণ্ডিতে (বাড়ি নং ৩৯, সড়ক নং ১৪/এ) অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, উলিপুর, গাইবান্ধা, নালিতাবাড়ি, ইসলামপুর, বগুড়া, গুরুদাসপুর, শাহজাদপুর, ঈশ্বরদী, তালিমনগর, কুষ্টিয়া, লৌহজং, হোমনা, ফরিদপুর, নড়িয়া, দর্শনা, মনোহরপুর, খুলনা, খেপুপাড়া, দশমিনা চরফ্যাশন, হাতিয়া, রামগতি, সন্দীপে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের গ্রামীণকেন্দ্র রয়েছে।

নতুন কমিটি

সভায় ২০০২-২০০৪ সালের জন্য গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন তাহেরুননেসা আবদুল্লাহ, মহিউদ্দিন আহমদ, সুরাইয়া বেগম, সোহরাব হাসান, শাহনাজ মুনির, মাইকেল বকুল গোমেজ, সৈয়দ তামজিদুর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।